স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম

হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় অমায়িক যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**

চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২রা আশ্বিন বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 19th Sept. 1962 | ১৯শ সংখ্যা

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

শিক্ষা ও পরীক্ষা

—০—

শিক্ষা বলিতে লেখাপড়া শিক্ষা বুঝায় সাধারণতঃ "শিক্ষিত" শব্দে লেখাপড়া জানা লোককেই বুঝায়। এখন বিদ্যালয়ে পাশ ক'রে সার্টিফিকেট পেলে তো কথাই নাই। সম্প্রতি এই শিক্ষায় পরীক্ষা নিয়ে পশ্চিম বাংলার বিশেষ ক'রে কলকাতায় যে প্রশ্ন কঠিন হওয়া ও ছেলেদের হুজ্জত হাঙ্গামা নিয়ে যে বিভ্রাট হ'য়ে গেল, শিক্ষাক্ষেত্রে এ একটা বিষম নিন্দার কথা। পুলিশ মোতায়েন রেখে ছেলেদের পরীক্ষা কেন্দ্রকে জেলখানায় পরিণত করা কি কম অপমানের কথা! ছাত্রেরা প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় যাহাতে কোন অসদুপায় অবলম্বন না করে তজ্জন্য যে সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিকে তাহা পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত করা হয়, তাঁহাদের গার্ড বলা হয়। আজকাল উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের হাতে মার খাওয়ার ভয়ে অনেক নিরীহ সজ্জন এই কার্য্যের ভার নিতে ভয় করেন।

স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্ব হইতে দেশ আর মা সরস্বতীর প্রদত্ত কৃপা হইতে মা লক্ষ্মীর কৃপার অধিকারী হয় না।

বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী মা সরস্বতী, ধন সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী মা লক্ষ্মী ছিলেন। এখন এক নূতন দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁর নাম বলা চলে মা ভোটেশ্বরী। ভারত এখন গণতন্ত্র অনুসারে শাসিত। কাজেই ভোট যিনি বেশী পাইবেন তিনিই যোগ্যতা লাভ করিবেন। যতই অযোগ্য হউন তিনি সুখের তক্তে উপবেশন করা তাঁহারই ভাগ্যে আছে। বিশ্ববিদ্যালয় যে সব পরীক্ষা করিয়া ছাত্রদের যোগ্যতার তকমা দেয়, তার দুর্গতি দেখিয়া গেঁয়ো লোকেরা মন্তব্য করেন—আজকাল বি. এ. ব্যা, এম. এ. 'ম্যা' এফ. এ ফ্যা। অনেকেই এক পুরাতন প্রবাদ আবৃত্তি করেন—

"লেখাপড়া কিসের কি,
কপাল কেবল গোড়া
লক্ষ্মীকান্ত গোবর কুড়ায়
রামা চড়ে ঘোড়া।"

এক গল্প তারা বলেন।

লক্ষ্মীকান্ত আর রামকান্ত দুই ভাই পিতার ১৬ বিঘা জমি ৮ বিঘা ক'রে ভাগ ক'রে নেয়।

লক্ষ্মীকান্ত বি. এ. পাশ আর রামকান্তর লেখা-পড়া প্রাইমারী পর্য্যন্ত। তাকে তার বিদ্যার ওজনে কেউ রামকান্ত না ব'লে সবাই রামা বলে ডাকতো। রামা ৮৲ টাকা বেতনে নীলকর সাহেবদের নীলের জোয়ারদারী চাকরী নিলে। সাহেবেরা তাকে একটা ঘোড়া দিলে। সে সেই ঘোড়ায় চড়ে নীলের তদন্ত করে বেড়ায়। রামা গৃহস্থদের আবাদী জমিতে বাঁশের খুঁটো পুঁতে জানিয়ে দেয়—সাহেবের হুকুম এই জমিতে নীল আবাদ করতে হবে। নিরীহ গৃহস্থ এই সংবাদে প্রমাদ গণে আর রামাকে গোপনে ডেকে ১০৲ দিয়ে খুসী করে। রামা রোজ পকেট ভরে টাকা নিয়ে আসে। ৮ টাকা মাইনের চাকরীতে দালান বাড়ী করে ফেল্‌লে। ওর দাদা বি. এ. পাশ ক'রে গ্র্যাজুয়েটের সম্ভ্রমমত চাকরী পায় না। ঘরে বসে থাকে। পথে যদি গোবর দেখে তা নিয়ে জমির সার হবে আশায় বাড়ীতে ডোবা ক'রে তাতেই ফেলে। লোকে দুই ভাই-এর অবস্থা তুলনা ক'রে ছড়া বলে—

লেখাপড়া কিসের কি
কপাল কেবল গোড়া,
লক্ষ্মীকান্ত গোবর কুড়ায়
রামা চড়ে ঘোড়া।

শিক্ষা পাঠশালা ইস্কুলে শুধু হয় না। মা-বাপের, পাড়াপড়শীর কাছেও অনেক শিখে। ছেলেকে বাবা বিদ্যাসাগর মশায়ের দ্বিতীয় ভাগ পড়াচ্ছেন—সদা সত্য কথা কহিবে, মিথ্যা কথা মুখে আনিবে না। পড়া'তে পড়া'তে কে যেন দরজায় কড়া নাড়া দিল। বাবা খোকাকে বল্লেন দেখ্‌তো কে? ছেলে এসে খবর দিলে—যে বাড়ী ভাড়া নেয় সেই এসেছে। বাবা খোকাকে আদেশ করলেন—বল্ বাবা বাড়ীতে নাই। ছেলে যদি সৎ হয় তখুনি বাপের আজ্ঞা পালনও করবে সত্য কথাও বল্‌বে—বাবা বল্‌লে—সে বাড়ীতে নাই। এমন দৈত্য-কুলের প্রহ্লাদ খুব বিরল।

পরীক্ষা ও শিক্ষা

এক বৃদ্ধ ডাকাতের সর্দ্দার নিজের ছয় ছেলে ও অনেকগুলি শাগরেদ নিয়ে লুণ্ঠন ব্যবসা চালাইত। সবকে বুঝাইত—দেখ, আমি ডাকাইতি করিতে যাবার আগে যে কালী-মায়ের আরাধনা করি এই ভক্তি আমাকে আধ্যাত্মিক শক্তি দান করে, তাই ধরা পড়ি না। মায়ের দয়াই আমার বল বুদ্ধি সব। কত মামলায় পুলিশকে বেকুব বানিয়ে বে-কসুর খালাস হয়েছি—তাতো তোরা সকলেই দেখেছিস্। সরদার এবার সবকে নিয়ে একটা বড় ডাকাতি করে বহু টাকার মাল পেয়েছে। তার মতলব—ছয় ছয়টা ছেলে আর সে মোট সাত জন, আর সব ডাকাত একা একা, ওরা আমার সঙ্গে যুঝে পারবে না।

যখন শাগরেদরা সরদারের কাছে এসে মাল ভাগ করার জন্য অনুরোধ করে, তখন বুড়ো নানা ওজর করে। কখন বলে এখনও পুলিশ গোয়েন্দা ফিরছে। সব চুপচাপ হ'য়ে আবহাওয়া ঠাণ্ডা হোক, তখন যার যা ন্যায্য অংশ তাকে দিয়ে দিব। ছটফট্ করিস্‌নে। "সবুরে মেওয়া ফলে" এটা মহাপুরুষের কথা। সব শাগরেদ বুড়োর কাছে ঘুরে ঘুরে বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। ক্যাবলা বাগদী একদিন মনে মনে বুদ্ধি আঁটলো। বুড়োকে মা-কালীর আদেশ দিয়ে জব্দ ক'রে ভাগ নিতে হবে।

বৃদ্ধের এক ছেলে বাবাকে বল্লে—দেখ শাস্ত্রে বলে—বিশ্বাসঘাতকের মত পাপী নাই। ওরা আমাদের বিশ্বাস ক'রে মাল রেখেছে। সব ডেকে ভাগ ক'রে দিলেই হয়। বুড়ো সরদার ছেলের মুখে শাস্ত্রের নাম শুনে সব ছেলেকে ডেকে নিজের পা ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করালে—পিতৃ-আজ্ঞা শাস্ত্র চেয়ে কম নয়। আমার আদেশ—তোরা যেখানে শাস্ত্র

পাঠ হবে সেখানে যাবিনে—শাস্ত্রের কথা যেন কানে না যায়।

একদিন সেই, যে ছেলে শাস্ত্রের কথা বলেছিল—এক রাস্তা দিয়ে আসছে। পথের মধ্যে হিন্দুস্থানীদের রামায়ণ পাঠ আরম্ভ হ'য়েছে। রামায়ণের কথা কানে গেলে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হবে। সেই ভয়ে সে কানে আঙ্গুল দিয়ে ছুটে আসতে আসতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে এক কানের আঙ্গুল একটু ফস্‌কে গিয়ে তার কানে পাঠক পণ্ডিতজীর "দেওতাকো ছায়া নেহি" হঠাৎ "দেবতার ছায়াহীন দেহ" এই বাকাটি প্রবেশ করলো। সরদারের ছেলে বাড়ী এসে পিতার পায়ে পড়ে কাতরস্বরে বল্‌লে—বাবা, আজ দৈবাৎ শাস্ত্রের কথা কানে গিয়াছে। বৃদ্ধ সরদার জিজ্ঞাসা করলে—কি কথা শুনেছিস্, বল্‌তো।

ছেলে—দেওতাকো ছায়া নেহি।

বাবা—ওতে কিছু অপরাধ হবে না। দেবতার ছায়া থাক আর নাই থাক ওতে আমার পেশার কোন ক্ষতি হবে না। যা মনে দুঃখু করিস্‌নে।

সেই রাত্রেই শাগরেদ ক্যাবলা বাগদী কালীর মুখোস মাথায় প'রে সরদার যে বারান্দায় ঘুমাচ্ছে, তার মাথার দিকে ব'সে—বলে উঠলো দেখ সরদার আমার সাধনা ক'রে—যে অর্থ পেয়েছিস তা যদি অন্য সবকে ভাগ না দিস্ তবে তোর ছয় বেটাকে একদিনে বিনাশ করবো। সরদার হাত দুটি জোড় করে বল্লে—মা কালই আমি সবকে ডেকে ভাগ দিব। যখন কালীমূর্ত্তি ক্যাবলা উঠোনে নেমেছে, জোছনা রাত্রে তার ছায়া পড়েছে। আজই সরদার তার ছেলের কাছে শুনেছে—দেবতার ছায়া নাই। তখন বুড়ো তাড়াতাড়ি মা-কালীর পিছু ধাওয়া ক'রে তাকে ধ'রে ছেলেদের ডাকলো—তারা কালীর মুখোস খুলে দেখলো—ক্যাবলা বাগদী। ওকে উত্তম মধ্যম দিয়ে বিদায় করলো। তখন সরদার সব ছেলেকে বল্‌লে—দেখ শাস্ত্র মানতে হবে। শাস্ত্রের কথায় আজ প্রায় লক্ষ টাকা বেঁচে গেল। তখন ওরা প্রত্যহ শাস্ত্র পাঠ করাইতে আরম্ভ করিয়া জন্মের মত ডাকাইতি ছাড়িয়া দিবার সংকল্প করিল।

প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা—১৯৬২

আগামী ২৬শে ও ২৭শে নভেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। কার্য্যসূচী নিম্নরূপ—

বেলা ১০-৩০ মিঃ হ'তে ১টা ২টা হ'তে ৩-৩০ মিঃ

২৬শে নভেম্বর বাংলা সাহিত্য ভূগোল ও বিজ্ঞান

২৭শে নভেম্বর অঙ্ক ইতিহাস।

পূজার আয় ব্যয়ের হিসাব

অগ্নিফৌজের পরিচালনায় ১৩৬৮ সালের দুর্গা পূজার হিসাব জনসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল—

জমা—চাঁদা আদায়—৩২২'০০, কর্জ্জ—৫'০২ সর্ব্বমোট—৩২৭'০২

খরচ—প্রতিমা নির্মাণ ও দক্ষিণা বাবদ—১২৫'০০, পূজোপকরণ—৬৮'৬৭, মণ্ডপ নির্মাণ, আলোক সজ্জা, মাইক ইত্যাদি—৭৩'৫০, নিরঞ্জন বাবদ—৩২'৮৫, বাদ্যাদি—২০'০০, রসিদ বই ছাপান ও বিবিধ—৭'০০ সর্ব্বমোট—৩২৭'০২

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, সম্পাদক

অগ্নিফৌজ সার্ব্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটি।

বিশ্বকর্ম্মা পূজা ও অভিনয়

এবার রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর সহরে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রী৺বিশ্বকর্ম্মা দেবের পূজার্চ্চনা হইয়াছে। গত ১লা আশ্বিন মঙ্গলবার রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের কর্ম্মিগণের উদ্যোগে (১) 'প্রেম-সহিদ' ও (২) 'এমন দিন আসতে পারে' নাটিকা অভিনীত হয়। শেষের বইখানিতে মাড়োয়ারীর ভূমিকায় ডাঃ গৌরীপতি চ্যাটার্জ্জীর অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

কলিকাতায় অবাঙ্গালীদের মালিকানা বৃদ্ধি

কলিকাতা মহানগরীর নবনির্ম্মিত বাড়ীগুলির শতকরা ৪৫ ভাগই অবাঙ্গালীদের মালিকানায় যাইতেছে। ইহা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অবাঙ্গালীরা বেনামীতে বাঙ্গালীর সম্পত্তির মালিক হইতেছে।

নারদের ঢেঁকি

ঢেঁকি চরিয়া নারদের বিশ্বভ্রমণের কথায় যাহারা মুখ বাঁকাইত, দুইজন সোভিয়েট মহাকাশচারী যুবক তাহাদিগকেই বুদ্ধির ঢেঁকি করিয়া ছাড়িয়াছে। যন্ত্রবিজ্ঞানে সোভিয়েটের কি অসাধারণ কৃতিত্ব। মন্ত্রবিজ্ঞানে ইহা অপেক্ষাও অসামান্য কৃতিত্ব ভারত দেখাইয়াছিল। কিন্তু ব্যাভিচারের স্রোতের তোড়ে এখন আর সে আশা নাই।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সাধারণ নির্ব্বাচন

আগামী ১৯৬৩ সালের ২৪শে মার্চ্চ রবিবার বাংলা ১০ই চৈত্র, ১৩৬৯ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্ব্বে এই মিউনিসিপ্যালিটীতে ৭টা ওয়ার্ড ছিল, বর্ত্তমানে ১৫টা ওয়ার্ড করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০টা জঙ্গিপুরে ও ৫টা রঘুনাথগঞ্জে। প্রত্যেক ওয়ার্ড হইতে ১ জন করিয়া মোট ১৫ জন কমিশনর নির্ব্বাচিত হইবেন।

ছয়টি রাজ্যের সড়ক মানচিত্র

জানা গিয়াছে যে আসাম, বিহার, অন্ধ্র প্রদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ এবং রাজস্থান রাজ্যের সড়ক মানচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা ছাড়া কেন্দ্র শাসিত হিমাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, মনিপুর এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের এই মানচিত্র প্রস্তুত সম্পূর্ণ হইয়াছে। মানচিত্রে ভবিষ্যৎ সড়ক পরিকল্পনার পরিচয়ও আছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই মানচিত্র প্রস্তুত করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত ৭,৫০,০০০ টাকার অধিক মঞ্জুর করিয়াছেন। অন্যান্য রাজ্যে এই মানচিত্র প্রস্তুত করিবার কাজ ত্বরান্বিত করা হইতেছে।

বাড়ী বিক্রয়ঃ— জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ৫নং ওয়ার্ডে ব্যবসাস্থলে সদর রাস্তার উপর পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে। অনুসন্ধান করুন।

শ্রীদিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, রঘুনাথগঞ্জ।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট:—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণা

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এনলার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র

২রা আশ্বিন, ১৩৬৯, ইংরাজী ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

IR.

8/239
S. Banerjee & Co Solicitors
6 Old Post Office St.
1/-
18.2.61

MEMORANDUM OF AGREEMENT made this Eighteenth day of February, One Thousand Nine Hundred and Sixty-one **B E T W E E N** Chandra SARAT PANDIT son of Late Hamlal Pandit District Murshidabad residing at No. Raghunathganj, Murshidabad in the town of Calcutta by religion Hindu by occupation Writer hereinafter referred to as "the GRANTOR" (which term or expression shall unless excluded by or repugnant to the subject or context be deemed to include his heirs executors administrators representatives and assigns) of the One Part **A N D** SHYAM LAL JALAN son of Durga Prasad Jalan a partner of Messrs. Jalan Distributors residing at No.3/1, Queens Park in the town of Calcutta by religion Hindu by occupation Merchant hereinafter referred to as "the GRANTEE" (which term or expression shall unless excluded by or repugnant to the subject or context be deemed to include his heirs executors administrators representatives and assigns) of the Other Part:

W H E R E A S the Grantor is popularly known as "DADA THAKUR"

AND WHEREAS the Grantee is desirous of producing a film the subject matter of which is the life-story or biography of the Grantor

AND WHEREAS the Grantee before commencement of the production of the said film has requested the Grantor to grant unto him such rights as are hereinafter contained in order to enable the Grantee to take up the production of the said film without any let or hindrance from any party whatsoever

NOW THIS MEMORANDUM WITNESSETH and it is hereby agreed by and between the parties as follows :-

1. In consideration of the sum of Rs.1001/- (Rupees One thousand and one) only paid by the Grantee to the Grantor at or before execution of these presents (the receipt whereof is hereby acknowledged) the Grantor doth hereby assign and grant unto the Grantee the sole and exclusive right to make or authorise the making of cinematographic films in all languages, with or without talkie version and in all sizes for the purpose of depicting the life and character of the said Grantor and to authorise the performance thereof by means of such cinematographic films and/or similar contrivances by means of which the same may be mechanically reproduced exhibited or performed in all parts of the world including the contrivances by gramophone records, wireless and television, with full authority to the Grantee to use and make such titles and sub-titles in all languages as the Grantee may consider necessary or proper.

2. The said Grantee shall have the full right to make use of all published biography of the Grantor and to make such additions alterations or modifications in the characterisation of the Grantor for the purpose of amplification of the life-story of the Grantor and of his biography and shall have full and absolute authority to introduce such incidents or stories (whether actual or imaginary) and in such manner as the said Grantee shall in his absolute discretion deem necessary for the purpose of producing such film.

3. The Grantee shall have irrevocable right to assign or transfer the aforesaid rights and privileges either wholly or partially to any assign or assigns as he may deem fit.

4. The right hereby granted to the Grantee shall subsist during the full term of the life of the Grantor and a period of 50 (fifty) years after his death and during the said period the right hereby granted to the Grantee shall be irrevocable either by the Grantor or by his heirs or successors.

IN WITNESS WHEREOF this Memorandum has been executed by the parties hereto on the day and year first above written.

EXECUTED by the abovenamed Grantor at Calcutta in the presence of :-

Anil Kumar Paul.
2 Satkari Chatterjee Lane
Howrah

S.S. Sarat Ch. Pandit
18/2/61

EXECUTED by the abovenamed Grantee at Calcutta in the presence of :-

Sudhir Mukherjee
41/3 Station Lane
Cal-31

Shyam Lal Jalan
18/2/61

বন্যার প্রকোপ

উত্তর ভারতে ও আসামে বন্যার ভীষণ প্রকোপে এবার প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। প্রায় ৮ হাজার গ্রাম ও ৩৬ হাজার গৃহ বিধ্বস্ত হইয়াছে। বন্যানিয়ন্ত্রণের যে এত চেষ্টা, তবে কি সবই ব্যর্থ হইল?

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।